মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪০৪৩

পর্ব-১৯: জিহাদ (كتاب الجهاد)

পরিচ্ছেদঃ ৯. প্রথম অনুচ্ছেদ - সন্ধি স্থাপন

بَابُ الصُّلْحِ

আরবী

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجِلُ فِي قُيُودِهِ فَرده إِلَيْهِم

বাংলা

৪০৪৩-[২] বারা ইবনু ’আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার দিন তিনটি শর্তের উপর মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন- [১] মক্কার কোনো মুশরিক (ইসলাম গ্রহণ করে) তাঁর নিকট (মদীনায়) এসে পড়লে তাকে কুরায়শদের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর মদীনাহ্ হতে কোনো মুসলিম (মুরতাদ হয়ে) তাদের নিকট চলে গেলে তাকে মুসলিমদের নিকট ফেরত দিতে হবে না, [২] আগামী বৎসর মুসলিমরা শুধুমাত্র তিনদিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবে, [৩] মক্কায় প্রবেশের সময় যুদ্ধাস্ত্র তরবারি এবং তীর, ধনুক ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরক্ষণেই (সুহায়ল ইবনু ’আমর-এর পুত্র) আবূ জান্দাল হাত পায়ে শৃঙ্খলাবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী) তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ২৬৯৮, মুসলিম ১৭৮৩, আবূ দাঊদ ১৮৩২।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ وَالسَّيْفِ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশকালে

কোষবদ্ধ তরবারি সাথে রাখতে পারবে। جُلُبَّانِ বলা হয় চামড়ার এমন থলেকে যার মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি চাবুক এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখা হয়। অতঃপর তা হাওদাজের পিছনের কাঠের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা হচ্ছে, ‘আরবদের এটা অভ্যাস ছিল যে, তারা কখনো তরবারি ব্যতীত সফর করতো না। চাই যুদ্ধাবস্থায় হোক আর নাই হোক। তাই তৃতীয় শর্তারোপ করা হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশকালে তরবারি তো সাথে রাখতে পারবেন তবে তা থাকবে কোষবদ্ধ। তরবারি কোষমুক্ত রাখতে পারবে না।

ইবনুল মালিক বলেনঃ তৃতীয় শর্তের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমগণ মক্কাতে তরবারি কোষমুক্ত অবস্থায় প্রবেশ করবে না যা যুদ্ধের প্রস্তুতি বুঝায়। আর তারা এ শর্তারোপ এজন্য করে যাতে বুঝা যায় যে, মক্কাবাসী ও মুসলিমগণের মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই। যাতে এ ধারণা না জন্মে যে, তারা মক্কাতে বলপূর্বক প্রবেশ করতে পেরেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল শর্ত মেনে চুক্তি সম্পাদনের কারণ ছিল মুসলিমগণের মাঝে তখনো দুর্বলতা ছিল। কারী বলেনঃ ইবনু মালিক-এর এ ব্যাখ্যা ভুল। কেননা মুসলিমদের মাঝে তখন দুর্বলতা ছিল না। কেননা মুসলিমদের সংখ্যা তখন দুই হাজারের কাছাকাছি ছিল। আর তারা সবাই ‘আরবের সাহসী বীর। আর বদরে মাত্র ৩১৩ জন ‘আরবযোদ্ধা মক্কাবাসী ১০০০ মুশরিকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। বরং এ শর্ত মেনে সন্ধি করার কারণ ছিল এই যে, মুসলিমগণ তখন ইহরাম অবস্থায় হারাম অঞ্চলে ছিলেন। যে অবস্থায় ঐ স্থানে যুদ্ধ করা যায় না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার্থে সন্ধি চুক্তির শর্তগুলো মুসলিমদের প্রতিকূলে হলেও তা মেনে চুক্তি করেছিলেন সুদূরপ্রসারী কল্যাণের জন্য। যা পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ‘আওনুল মা‘বূদ ৩য় খন্ড, হাঃ ১৮২৯)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ বারা'আ ইবনু আযিব (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69370

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন